220647 - রমজান মাসরে প্রতি দনি বা রাতে পড়ার জন্য বশিষে কোন দু'আ নইে

প্রশ্ন

আমি শুনছে আল্লাহ তাআলা রমজান মাসকে তনিভাগে ভাগ করছেনে। রমজানরে প্রথম দশদনি- রহমত। দ্বতিীয় দশদনি- মাগফরিাত। তৃতীয় দশদনি- জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্তি। বলা হয় প্রত্যকে ভাগরে জন্য আলাদা আলাদা দু'আ রয়ছে। প্রথমভাগে আমাদরেকে বলতে হবে, 'আল্লাহুম্মারহামনি ইয়া আরহামার রাহমীন' (অর্থ- হে সর্বাধকি দয়াবান, আমাকে দয়া করুন)। দ্বতিীয়ভাগে বলতে হবে, 'আল্লাহুম্মাগ ফরিলি যুনুবি, ইয়া রাব্বাল আলামীন' (অর্থ- হে জগতসমূহরে প্রতপিালক, আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দনি।" তৃতীয়ভাগে বলতে হবে, আল্লাহুম্মা আ'তকিনি মিনান নার; ওয়া আদখলিনলি জান্নাহ' (অর্থ- হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্ত রাখুন এবং জান্নাতে প্রবশে করান)। এ ধরনরে বক্তব্য কি সঠকি? এর পক্ষে কি দললি আছ? রমজান মাসে কোন দু'আগুলো বশেি বশেি পড়া উচতি? আমার জ্ঞানানুযায়ী শুধু 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন; তুহব্বিুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি' এ দু'আটি রমজানরে শষে দশদনিে লাইলাতুল ক্বদর সন্ধানকালে বশেি বশেি পড়া উচতি। কন্তিু রমজানরে অন্য রাত্রগিুলোতে পড়ার জন্য বশিষে কোন দু'আ আছে কনি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ইবনে খুযাইমা তাঁর সহহি গ্রন্থে সালমান (রাঃ) থকেে বর্ণনা করছেনে যে, তনিি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসরে শষেদনি আমাদরে উদ্দশ্যে খোতেবা দলিনে। তনিি বললনে: "হে লোক সকল! এক মহান মাস, এক মুবারকময় মাস তোমাদরে উপর ছায়া বস্তিার করছে..."। [আল-হাদসি] সে হাদসিে রয়ছে "এ মাসরে প্রথমভাগ হচ্ছ- রহমত। দ্বতিীয় ভাগ হচ্ছ- মাগফরিাত। আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছ- জাহান্নাম থকেে নাজাত"

গোটা রমজান মাস আল্লাহর পক্ষ থকেে এক রহমত। গোটা মাসইে মাগফরিাত ও জাহান্নাম থকেে নাজাত হয়। রমজান মাসরে বশিষে কোন অংশ এ মর্যাদাগুলোর কোন একটরি জন্য খাস নয়। এটি আল্লাহর বপিুল রহমতরে নদির্শন।

ইমাম মুসলমি (১০৭৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে যে, "যখন রমজান মাস আসে তখন রহমতরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয়। জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দয়ো হয়। শয়তানগুলোকে শকিলাবদ্ধ করা হয়।"

তরিমযি (৬৮২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে যে, "রমজানরে প্রথম রাত্রতিে শয়তান ও অবাধ্য জ্বনিগুলোকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করা হয়। জাহান্নামরে কোন দরজা খোলা রাখা হয় না। জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয়। জান্নাতরে কোন দরজা বন্ধ রাখা হয় না। একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, হে কল্যাণ অন্বষেী আগোয়ান হও। ওহে, মন্দ অন্বষেী তফাৎ যাও। আল্লাহ প্রতি রাত্রতিে কছিু মানুষকে জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্ত করে দনে।"[আলবানী সহহি তরিমযি গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে]

এর ভত্তিতিে বলা যায়: রমজানরে প্রথম দশদনিে রহমতরে দু'আ করা, মাঝরে দশদনিে মাগফরিাতরে দু'আ করা, শষেরে দশদনিে জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্তরি জন্য দু'আ করা- বদিআত। শরয়িতে এর কোন ভত্তি নইে। এ ধরনরে বশিষে দু'আর কোন অবকাশ নইে; যহেতেু এক্ষত্রেে রমজানরে সকল দনি সমান। বরং একজন মুসলমি গোটা রমজান মাসব্যাপী দুনয়িা-আখরোতরে কল্যাণ প্রার্থনা করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করব। এ প্রার্থনার মধ্যে রহমত, মাগফরিাত, জাহান্নাম থকেে মুক্তি ও জান্নাত লাভরে দু'আও থাকব।

দুই:

একজন মুসলমিরে উচতি কল্যাণ ও বরকতরে মৌসুমকে কাজে লাগয়িে এ মাসে কল্যাণ ও রহমতরে দু'আ করা। আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমা প্রাপ্তরি উদ্দশ্যে নয়ি। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জজ্ঞিসে করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়ছেি সন্নকিট। যারা প্রার্থনা করে, তাদরে প্রার্থনা কবুল করে নইে, যখন আমার কাছে প্রার্থনা কর। কাজইে আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদরে একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পার।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬]

সয়িামরে হুকুম আহকাম বর্ণনার মাঝখানে দু'আ করার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী এ আয়াতে কারীমাটি উল্লখে করার মধ্যে মাস পূর্ণ হওয়ার সময়; বরঞ্চ প্রতদিনি ইফতাররে সময় অধকিহারে দু'আ করার দকি নর্দিশেনা দয়ো হয়ছে। [তাফসরিে ইবনে কাছরি (১/৫০৯) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহর কাছে দু'আকারীর আবদেনটা সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। দু'আকারী হাদসিে বর্ণতি দু'আগুলো বশেি বশেি পড়ব। দু'আর ক্ষত্রেে সীমালঙ্ঘন করবে না। দু'আর শষ্টিাচারগুলো বজায় রাখব। রমজান মাসে এবং রমজানরে বাইরওে যে দু'আগুলো বশেি বশেি পড়া উত্তম সগেুলো হচ্ছ-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদরেকে দুনয়িাতওে কল্যাণ দনি, আখরোতওে কল্যাণ দনি এবং জাহান্নামরে আগুন থকেে আমাদরেকে

বাঁচান।)[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(অর্থ- আর যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয়। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।)[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৭৪]

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ . رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও, হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে আর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দাও।)[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪০-৪১]

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি

(অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল; ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ منه عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا .

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহি; আ'জিলিহি ও আজিলিহি; মা আলিমতু মিনহু ওয়ামা লাম আ'লাম। ওয়া আউজুবিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহি আ'জিলিহি ওয়া আজিলিহি; মা আলিমতু মিনহু ওয়ামা লাম আলাম। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা। ওয়া আউজুবিকা মিন শাররি মা আ'যা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাহ ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন ওয়া আমাল। ওয়া আউজুবিকা মিনাল জান্নাহ ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন ওয়া আমাল। ওয়া আসআলুক আন তাজআলা কুল্লা কাযায়নি কাযাইতাহু লি খাইরা।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি সেটা আসন্ন হোক অথবা বিলম্বে হোক, সেটা আমার জানার ভিতরে হোক অথবা আমার অজানা হোক। আর আমি সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সেটা আসন্ন হোক অথবা বিলম্বে হোক। সেটা আমার জানার ভিতরে হোক অথবা আমার অজানা হোক। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও

আপনার নবী আপনার কাছে যেসব কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন আমিও সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে যেসব অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন আমিও সেসব অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জান্নাতের নৈকট্য অর্জন করিয়ে দিবে এমন কথা ও কাজের প্রার্থনা করছি। আর জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নামে নিয়ে যাবে এমন কথা ও আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও প্রার্থনা করছি- আপনি আমার জন্য যে ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটা যেন ভাল হয়।)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ، وَمِنْخَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي .

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল- ‘আ-ফয়িাতা ফদ্দিুনইয়া ওয়াল আ-খরিাতি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল-‘আ-ফয়িাতা ফী দীনী ওয়াদুনইয়াইয়া, ওয়া আহ্লী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর ‘আওরা-তী ওয়া আ-মনি রাও‘আ-তি। আল্লা-হুম্মাহফাযনী মমি্বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মনি খালফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া শমিা-লী ওয়া মনি ফাওকী। ওয়া আ‘ঊযু বি‘আযামাতকিা আন উগতা-লা মনি তাহ্তী)।

(অর্থ-“হে আল্লাহ! আমি আপনার নকিট দুনয়িা ও আখরোতে নরিাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নকিট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার দ্বীন, দুনয়িা, পরবিার ও সম্পদরেনরিাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটসিমূহ ঢকেে রাখুন, আমার উদ্বগ্নিতাকে নরিাপত্তায় রূপান্তরতি করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হফোযতরোখুন আমার সম্মুখ দকি থকেে,আমার পছিনরে দকি থকেে, আমার ডান দকি থকেে, আমার বাম দকি থকেে এবং আমার উপররে দকি থকেে। আর আপনার মহত্ত্বরে ওসলিায় আশ্রয় চাচ্ছি নীচ থকেে গুপ্ত আক্রমন থকেে”।)

অনুরূপভাবে বান্দা কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণতি যে কোন দু’আ; কল্যাণকর যে কোন দু’আ করতে পারে। বান্দা গোপনে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দু’আ করবে। এ দু’আগুলোর কোনটকিে রমজানরে সাথে খাস করে নবিে না।

অনুরূপভাবে ইফতাররে শষেে এ দু’আটি পড়া মুস্তাহাব:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَاللَّهُ

অর্থ- “তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শরিাগুলো সক্তি হয়েছে এবং প্রতদিান সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ”। আরও জানতে 14103ও 26879 নং প্রশ্নোত্তর দখেুন।

শষে দশদনি এ দু’আটি বশেি বশেি পড়া:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন তুহব্বিুল আফওয়া ফা’ফু আন্নি

(অর্থ- হে আল্লাহ! নশ্চিয় তুমি ক্ষমাশীল; ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও)। আরও জানতে 36832 নং প্রশ্নোত্তর দখেুন।

দু’আ করার আদবগুলো জানার জন্য 36902 নং প্রশ্নোত্তর দখেুন।

আল্লাহই ভাল জাননে।